সমকাল

তারিখ ...05-OCT-2013...
পৃষ্ঠা ...20... কলাম ...2...

নতুন পাঁচ বিশ্ববিদ্যালয় এ মেয়াদে হচ্ছে না

■ সাব্বির নেওয়াজ

উদ্যোগ নিয়েও হলো না। মেয়াদ ফুরিয়ে আসায় শেষ পর্যন্ত নতুন পাঁচটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে পারছে না মহাজোট সরকার। এসব বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম, গাজীপুর, খুলনা, বরিশাল ও সিরাজগঞ্জে স্থাপনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হলো– ডিজিটাল ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ (গাজীপুর); খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বরিশাল মেরিন বিশ্ববিদ্যালয়, পণ্ডিতবিহার আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় (চট্টগ্রাম) এবং সিরাজগঞ্জে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে জানা গেছে, এ ৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ই ছিল বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয়।

সরকারের মেয়াদের শেষার্ধে এসে উদ্যোগ নেওয়ায় মূলত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বাকি কাজ শেষ করা যাচ্ছে না। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) অতিরিক্ত পরিচালক (পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়) ফেরদৌস জামান সমকালকে বলেন, এ ৫টি বিশ্ববিদ্যালয়েরই আইনের খসড়া তৈরি করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছে ইউজিসি। মন্ত্রণালয় জানায়, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আইনের খসড়া যাচাই-বাছাই, আইন মন্ত্রণালয়ের ভেটিং, পরে সংসদ অধিবেশনে উত্থাপন, সংসদীয় স্থায়ী কমিটির পরীক্ষা-নিরীক্ষা ইত্যাদি কাজ শেষ করতে যে সময়ের প্রয়োজন তা হাতে নেই। এছাড়া নিয়ম অনুসারে, কোনো

■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৭

নতুন পাঁচ বিশ্ববিদ্যালয় এ মেয়াদে হচ্ছে না

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাস করার আগে তা স্থাপনের স্থান নির্ধারণ ও জমি অধিগ্রহণ করতে হয়। এজন্য সময় প্রয়োজন।

অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের কর্মকর্তারা বলেছেন, আলোচ্য প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য স্থান নির্ধারণের কাজ শেষ হয়েছিল। সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে রবীন্দ্রনাথের কুঠিবাড়িতে নির্মিত ভবনসহ ১৫০ একর, নওগাঁর পতিসরে আরও ৬০ একর এবং কুষ্টিয়ার শিলাইদহে আরও ৫৮ একর জমি রয়েছে। যা বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে নেওয়ার কথা ছিল।

সূত্র জানায়, একইভাবে খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য আলাদা জমি লাগছিল না। খুলনার দৌলতপুরে স্থাপিত 'খুলনা কৃষি ইনস্টিটিউট'কে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের যে সরকারি পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল, সেখানে ১০০ একর জমি রয়েছে। এ প্রতিষ্ঠান বর্তমানে কৃষিতে ডিপ্লোমা ডিগ্রি দিচ্ছে। বরিশাল মেরিন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য বরিশাল শহরের পোর্ট রোড এলাকায় কীর্তনখোলা নদীর পাড় ঘেঁষে বিআইডব্লিউটিএর ৭০ একর জমি রয়েছে। এ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য প্রয়োজন ছিল ৫০ একর জমি।

জানা গেছে, গাজীপুরে 'ডিজিটাল ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ' নির্মাণে বিশ্বব্যাংককে সরকারকে ৫০০ কোটি টাকা ঋণ দিতে চেয়েছিল। মহাজোট সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অন্যতম প্রচেষ্টা হিসেবে এ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে সরকারও প্রাথমিকভাবে এ ঋণ নিতে যথেষ্ট আগ্রহী ছিল। অবশ্য, পদ্মা সেতুর ঋণচুক্তি বাতিলের পর শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে বিশ্বব্যাংকের কাছে ঋণ সহায়তা চাইতে দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে যায়। এ কারণেও এ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ ঝুলে যায়।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিশ্ববিদ্যালয় শাখা থেকে জানা গেছে, বর্তমান সরকারের ৫ বছরে সর্বমোট ১০টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠালাভ ও শিক্ষা কার্যক্রম চালু করেছে। এর মধ্যে কেবল ২০০৯ সালের শিক্ষা কার্যক্রম চালু হয়েছে যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় রংপুর, পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় গোপালগঞ্জ। ২০১০ সালে চালু হয়েছে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়। চলতি বছর রাঙামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। সেপ্টেম্বর মাসে সংসদে পাস হয়েছে ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয়। এছাড়া সংসদের চলতি অধিবেশনেই পাস হওয়ার কথা রয়েছে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ।' চট্টগ্রাম মেরিন একাডেমীকেই এ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করা হচ্ছে।

উদ্যোগ নিয়েও নতুন এ ৫টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে না পারা প্রসঙ্গে জানতে চাইলে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ সমকালকে বলেন, সরকার ৫ বছরে নতুন ১০টি বিশ্ববিদ্যালয় করেছে, আরও ৫টির উদ্যোগ নিয়ে তার আইনের খসড়াও প্রণীত হয়েছে। সরকার একটি ধারাবাহিকতা। পরবর্তী সরকার যারাই হোন না কেন তারা উচ্চ শিক্ষা বিস্তারের এ কাজ এগিয়ে নেবেন নিশ্চয়ই। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার শিক্ষাক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নয়ন করেছে। যার প্রতিফলন ঘটেছে এ বছর ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের বৈশ্বিক প্রতিবেদনেও।